মাতৃভাষার অধিকার

হাসান ফেরদৌস

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার পেছনে বিশ্বজোড়া বাঙালিদের বিশাল অবদান রয়েছে। তাদের চেষ্টায় ভাষাশহীদরা সম্মানিত হয়েছেন, ভাষা অধিকারের জন্য বাঙালির সংগ্রাম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু দিবসটির আদত তাৎপর্য দেশে বা বিদেশে কোথাওই বাঙালিরা ঠিক বোঝেন বলে মনে হয় না।

প্রায় সবার ধারণা, বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যই এই দিবসটিকে ইউনেস্কো বেছে নেয়। একটি সরকারি ওয়েব সাইটে দেখেছি স্পষ্ট লেখা হয়েছে, বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য যারা আত্মত্যাগ করেছেন, তাদের প্রতি স্বীকৃতিস্বরূপ এই দিবসটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। দুদিন আগে ঢাকা থেকে পাঠানো খুব যত্ন করে তৈরি করা এক সিডিরমে এই দিবসটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখছি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিশদ ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকার পত্রপত্রিকায় যেসব লেখা পড়েছি তার সবগুলোতেও বাংলা ভাষারই গুণকীর্তন।

মজার ব্যাপার হলো, এই দিবসটি উদযাপনের আদত উদ্দেশ্য, বাংলা ভাষার মতো বড় বড় ভাষার আক্রমণে যেসব ছোট ছোট ভাষা মারা পড়ছে, তাদের গুরুত্ব তুলে ধরা। চীনা, ইংরেজি, হিন্দি, আরবি বা বাংলা ভাষা নিয়ে কোনো ভয় নেই। কোটি কোটি লোক এসব ভাষায় কথা বলে। এরা হারাবে না বা এদের হারিয়ে ফেলা খুব সহজ নয়। কিন্তু এসব বড় বড় ভাষা অনেক ছোট ছোট ভাষা– রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে যারা দুর্বল– তাদের জন্য রীতিমতো হুমকিস্বরূপ। বড় বড় ভাষার তোড়ে পৃথিবীর ছোট ছোট ভাষা, বিশেষ করে আদিবাসীদের ভাষা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এসব ভাষাও পৃথিবীর মানুষের মাতৃভাষা। তারাও আমাদের সম্মিলিত অর্জনের অন্তর্ভুক্ত। একুশে ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের একটি উদ্দেশ্য এই ছোট ছোট ভাষার প্রতি আমাদের স্বীকৃতি আদায়, তাদের গুরুত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ।

একুশকে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ঘোষণার সূত্রে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো বহুভাষিকতাবিষয়ক যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে তাতে বলা হয়েছে, আজকের দুনিয়ায় বিশ্বায়নের চাপে শুধু একটি ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে গেছে। এর ফলে কেবল ছোট ছোট ভাষা নয়, অনেক প্রধান ভাষার অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন। কম ব্যবহৃত হয় এমন অনেক স্থানীয় ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এসব ভাষা যাতে বিলুপ্ত না হয় সে জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগের প্রয়োজন। বিভিন্ন সরকারেরও উচিত আঞ্চলিক বা সংখ্যালঘুদের ভাষা অবহেলা না করা, সেসব ভাষায় অধ্যয়ন ও তার ব্যবহারের অধিকার সংকুচিত না করা।

২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার পর প্রতি বছরই ইউনেস্কো পৃথিবীর কমজোরি ভাষা, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ভাষা, সংরক্ষণের ওপর জোর দিয়ে এসেছে। ইউনেস্কো প্রধান কয়চিরো মাৎসুরা গত বছর এই দিবসটি উপলক্ষে যে বার্তা পাঠান তাতে বলেছেন, পৃথিবীর যে ৬ হাজারের মতো ভাষা রয়েছে, তার প্রতিটির গুরুত্ব সমান। তার প্রতিটির প্রতি যেন আমরা সম্মান দেখাই, তার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।

অঙ্কের হিসাবে দেখলে বোঝা যাবে, ছোট ছোট ভাষাগুলো এখন কতটা হুমকির সম্মুখীন। গত বছর প্রকাশিত 'এটলাস অব দি ওয়ার্ল্ডস ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন ডেঞ্জার অব ডিসএপিয়ারিং'-এই নামে ভাষাবিষয়ক একটি বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে এখন মোট ৬ হাজার ৮০৯টি ভাষা রয়েছে যাকে 'তাজা' বলা যায়। অর্থাৎ কম হোক আর বেশি হোক, এসব ভাষায় এখনো মানুষ কথা বলে। কিন্তু আগামী ৫০ বছরের মধ্যে সেসব ভাষার কমপক্ষে অর্ধেক হয় পুরোপুরি মরে যাবে, নয়তো মৃত্যুর দাঁড়প্রান্তে এসে পৌঁছবে। পৃথিবীর পাখিদের অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু যে হারে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি নিঃশেষ হচ্ছে, তার চারগুণ দ্রুত নিঃশেষ হচ্ছে মানুষের মুখের ভাষা। বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী মাইকেল ক্রাউস বলেছেন আরো ভয়ের কথা। তার হিসাবে আগামী ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর ৯০ শতাংশ ভাষাই মরে যাবে। এখন যাদের 'তাজা' ভাষা বলা হচ্ছে, ক্রাউসের হিসাবে তার ২০ থেকে ৪০ শতাংশ ভাষাই কার্যত মৃত। এসব ভাষায় কথা বলে এমন মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে খুব দ্রুত। খুব শিগগিরই তাতে কথা বলে এমন লোক খুঁজেও পাওয়া যাবে না। 'তাজা' ভাষাগুলোর মধ্যে ৯০ শতাংশই এমন সব ভাষা, যাতে ১ লাখ বা তার চেয়ে কম লোক কথা বলে। ৩৫৭টি ভাষা রয়েছে, যাতে কথা বলে এমন মোট লোকের সংখ্যা মাত্র ৫০। ৪৬টি ভাষা রয়েছে, যাতে কথা বলে মোটে একজন করে মানুষ। তারা মরে গেলে সেসব ভাষাও হয়তো মরে যাবে।

মাতৃভাষা বলেই যে সে ভাষায় আমরা কথা বলি, তা নয়। ভাষার যদি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব না থাকে, মাতৃভাষা হলেও তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। আমরা মাতৃভাষা ভুলে সেসব ভাষায় আগ্রহী হই যা শিখে ভালো

চাকরি জুটবে, যার সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবে– ঠিক এভাবেই আফ্রিকার অনেক দেশে স্থানীয় ভাষার বদলে ইংরেজি বা ফরাসি ভাষা জায়গা দখল করে নিয়েছে। ইংরেজির প্রভাব এত সর্বব্যাপী যে, উত্তর আমেরিকায় অসংখ্য আদিবাসী আমেরিকানদের ভাষায় কথা বলে এমন একটি মানুষকেও এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একইভাবে দক্ষিণ আমেরিকায় স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের ভাষার বদলে জায়গা দখল করে নিয়েছে স্প্যানিশ ভাষা।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ছোট ভাষা বা দুর্বল ভাষা মরবে, সেটাই স্বাভাবিক, তা নিয়ে এত উদ্বেগের কী আছে? নেটিভ ইন্ডিয়ানরা তাদের অনুন্নত ভাষা বা বাংলাদেশের হাজং বা সাঁওতালি ভাষা, যেসব ভাষায় হয়তো কোনো মুদ্রিত বই পর্যন্ত নেই, তাতে কথা না বলে যদি ইংরেজি বা বাংলায় কথা বলে, তাহলে আপত্তি কোথায়?

এর একটা উত্তর খুবই সোজা। নিজের ভাঙা বাড়ি ছেড়ে বড়লোকের বাসায় আশ্রয় নিতে যে কারণে আপত্তি, ছোট দেশ হলেও যে কারণে বড় দেশের পেটের মধ্যে ঢুকতে আপত্তি, নিজের মা অভাবি বা অসুন্দরী হলেও অন্যের মাকে মা ডাকতে যে কারণে আপত্তি, ঠিক সে কারণে। কিন্তু এত কেবল আবেগের কথা। নিজেকে ‘প্র্যাকটিকাল’ ভাবেন এমন কেউ অনায়াসে বলতে পারেন, ভাষা মরছে মানে কিছু মানুষ নিজের ভাষা ভুলে অন্যের ভাষায় কথা বলছে। কই, তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে?

ভাষাকে যদি আমরা প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে এ প্রশ্নের জবাব পাব। প্রজাতিগত বৈচিত্র্য রয়েছে বলেই প্রকৃতি এত সুন্দর, তার ভারসাম্য এত সুষম। এ কথা বৃক্ষ বা ফসল নিয়ে যেমন সত্য, তেমনি পাখি বা পুষ্প নিয়েও সত্য। ভাবুন তো, একটা বাগানে সব ফুল তুলে কেবল যদি গোলাপ বা বেলি রাখি, তাতে কি বাগান সুন্দর দেখাবে? নানা জাতের ফুল কেবল বাগানের বৈচিত্র্যই বাড়ায় না, তারা একে অপরের ভারসাম্যও রক্ষা করে। এক তোড়া লাল ফুলের ভেতর দুটো সাদা বা বেগুনি ফুল রাখলে দুই জাতের ফুলেরই জলুস বেড়ে যায়। ভাষার বেলাতেও তাই। ভাষা মানে একটা জাতির নিজস্ব সাহিত্য ও সঙ্গীত, তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ছোট বা বড় যাই হোক না কেন, সব ভাষাই একে অপরের সম্পূরক, তারা একে অপরকে সমৃদ্ধ করে, পরিপূর্ণ করে। সে জন্যই দরকার ভাষার টিকে থাকার।

অন্য আরেকটি ব্যবহারিক গুরুত্বের কথা বলেছেন উপরোক্ত এটলাসের সম্পাদক স্টেফেন ওয়ার্ম। ভাষা একটা জাতির দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আকরও বটে। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষাভাষী মানুষের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে সারা পৃথিবীর মানুষ উপকৃত হতে পারে, কিন্তু তাদের ভাষাই যদি আমরা না জানি, সে ভাষা থেকে কোনো উপকারই আমরা পাব না। ওয়ার্ম অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয় একটি ঔষধির কথা জানিয়েছেন। একবার উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় এক ধরনের চর্মরোগ ছড়িয়ে পড়ে। দামি দামি ওষুধেও কোনো ফল দিচ্ছিল না। অবশেষে জানা গেল আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত সে ঔষধির ব্যবহারেই ওই রোগের উপশম সম্ভব। আরো হয়তো অনেক উপকারী ঔষধি রয়েছে যার কথা পৃথিবীর আদিবাসীদের জানা আছে, কিন্তু আমরা জানি না। তাদের ভাষা মরে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে মরে যাচ্ছে সে ঔষধির নাম, তার ব্যবহার।

শুধু ঔষধি কেন, লোকগাঁথা বা গানের কথা ভাবুন। পূর্ব আফ্রিকার কিকুয়ি ভাষায়, ইথিওপিয়ার বাইসো ভাষায় বা আমেরিকার নাভাহো ইন্ডিয়ানদের ভাষায় কী আশ্চর্য সুন্দর সঙ্গীত রয়েছে, ইদানীং তা আমরা জানতে পেয়েছি। কিন্তু আরো তো কত ভাষা রয়েছে যার জাদুর কথা আমরা জানি না। প্রতিদিন ভাষা মরছে, সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে মানব সভ্যতার সেসব আশ্চর্য সঞ্চয়।

২.

এতক্ষণ সারা পৃথিবীর মৃতপ্রায় ভাষা নিয়ে বিলাপ করলাম, কিন্তু খোদ আমাদের দেশে ছোট ছোট ভাষা, বিশেষত আদবাসীদের ভাষা, বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার কি কোনো খোঁজ রাখি আমরা? ইংরেজি বা ফরাসি ভাষার আক্রমণে আফ্রিকার অসংখ্য ভাষা যে মরেছে তার এক কারণ উপনিবেশবাদ, অন্য কারণ বিশ্বায়ন নামক মত্ত হাতির তাণ্ডব নৃত্য। কিন্তু আমাদের দেশে আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হচ্ছে বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসনের কারণে। খুব বেশি দূরে তাকাতে হবে না। চাকমা বা গারোদের ভাষার দিকে তাকালেই হবে। আমরা তাদের জাতিগত সত্ত্বা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি, তারপর গত তিরিশ বছর ধরে ক্রমশ তাদের ভিটেছাড়া করে চলেছি, সঙ্গে সঙ্গে হরণ করছি তাদের নিজস্ব ভাষা।

বাংলাদেশে আদিবাসীদের যে ভাষা-বৈচিত্র্য, তার কোনো খোঁজ কি আমরা রাখি? ‘এথনোলোগ ল্যাংগুয়েজেস অব দি ওয়ার্ল্ড’ গ্রন্থে দেখছি বাংলাদেশে আদিবাসীদের মধ্যে কম করে হলেও ৩৬ রকমের ভাষা রয়েছে। তাদের মধ্যে চাকমার মতো বৃহৎ ভাষা যেমন রয়েছে, যার মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় তিন লাখ, তেমনি রয়েছে ডারলঙ, যাতে এখনো কথা বলে এমন মানুষের সংখ্যা মাত্র ৯ হাজার। অপেক্ষাকৃত বড় ভাষা হওয়ার সুবাদে এবং তার রাজনৈতিক প্রতিরোধ শক্তির কারণে চাকমা ভাষা ও সংস্কৃতি আমাদের কাছে একদম অপরিচিত নয়। কিন্তু কচ, কোক বোরক, লুসাই, ম্রু বা রিয়াং ভাষার কথা ভাবুন তো? এসব ভাষার নামই তো আমাদের জানা নেই। ভাবা যায় কী আশ্চর্য

ধনসম্ভার লুকিয়ে আছে সেসব ভাষায়! আদিবাসীরা বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে অধিকারহীন, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চনার শিকার। সেখানে শুধু তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার নিয়ে কথা বলারও কোনো মানে হয় না। কিন্তু সে অধিকার যদি প্রতিষ্ঠা পেত, লাভ কেবল সেসব ভাষাভাষী মানুষদেরই হতো না, আমাদেরও হতো।

একুশ বাঙালিকে তার নিজের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার দিয়েছে। সেই একুশেরই উত্তরাধিকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই দিবসের দাবি, প্রতিটি মানুষ তার নিজ নিজ মাতৃভাষায় কথা বলবে। হোক তা ছোট ভাষা, হোক তা অবহেলিত, অনগ্রসর সাঁওতাল বা খাসিয়া আদিবাসীদের ভাষা। শুধু বাংলা নয়, এসব ভাষাও আমাদের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এ সত্য যদি আমরা না বুঝি, তাহলে বলব একুশকেও আমরা বুঝিনি।

হাসান ফেরদৌস : প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক।
নিউইয়র্ক